যুগান্তর

তারিখ ... 31 DEC 2016
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ .....

ঢাবিতে ছাত্রী যৌন হয়রানি বাড়ছে

আস্থা হারাচ্ছেন শিক্ষকরা

মাহমুদুল হাসান নয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ওপর শিক্ষকদের যৌন হয়রানির ঘটনা বাড়ছে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী ছাত্রীরা এসব ঘটনা প্রকাশ্যে আনছেন না। তারপরও প্রকাশ্যে আসা অভিযোগের সংখ্যা কম নয়। সংখ্যা রীতিমতো আঁতকে ওঠার মতো। ২০১৬ সালে এ ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তি হয়েছে। তবে পার পেয়ে গেছেন অনেকে। এছাড়া কয়েক বছরের পুরনো অনেক অভিযোগও ঝুলে আছে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। শিক্ষকদের এ ধরনের নৈতিক স্খলনের ফলে শিক্ষাগুরুদের প্রতি ছাত্রীদের আস্থা কমছে। বিগত ৮ বছরে যৌন হয়রানির বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধানে এসব তথ্য জানা গেছে। যুগান্তরের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ২০টি যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে। অবস্থার উন্নতি হয়নি পরবর্তী বছরগুলোয়ও। শুধু ২০১৬ সালে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অর্ধডজন অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। এসব অভিযোগ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিভাগের ছাত্রী থেকে শুরু করে সহকর্মী শিক্ষিকারাও বাদ যাননি তাদের লালসার হাত থেকে। তবে অভিযুক্ত সবার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান দেখাতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কিছু শাস্তির নজির থাকলেও সেক্ষেত্রে অপরাধের চেয়ে দলীয় ভিন্ন মতকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে সাজা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে।

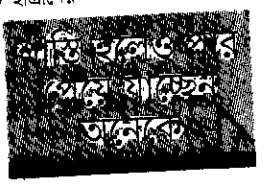

রেকর্ড ঘেঁটে দেখা গেছে, চলতি বছর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক অমিতাভ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন বিভাগটির মাস্টার্সের এক ছাত্রী। এ ঘটনায় ২১ নভেম্বর বিভাগের সিএনডি কমিটির এক সভায় অভিযুক্ত শিক্ষককে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে সাময়িকভাবে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয় এবং সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেয়া হয়। এ বছরের জুনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন একই বিভাগের এক ছাত্রী। ২৭ জুন ওই ছাত্রী বিভাগের চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন। বিষয়টি জানিয়ে ভিসি ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিনকেও লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়েছে বলে পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

চলতি বছরের জুনে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাহাদাৎ হোসেনের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন বিভাগটির দুই ছাত্রী। এ ঘটনায় চলতি বছরের ২১ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সভায় তাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরিন আহমেদকে প্রধান করে গঠিত একটি কমিটি এ ঘটনার তদন্ত করছে।

সর্বশেষ ২৭ ডিসেম্বর বুধবার সিন্ডিকেটের এক সভায় নিজ বিভাগের এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এমরান হুসাইনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। পাঁচ বছর আগে তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছিল। এর আগে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠলে ২০১১ সালের ২ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সভায় তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

২০১৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে একই বিভাগের এক ছাত্রী যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ওই শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে এবং একটি তদন্ত কমিটি গঠন ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

আস্থা হারাচ্ছেন শিক্ষকরা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী তাকে ২০১৫ সালের ৩০ জুন চাকরিচ্যুত করা হয়।

২০১৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক মহসিন খানের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন বিভাগটির এক ছাত্রী। পরে অভিযুক্ত শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি অপরাধ স্বীকার করেন। যে কারণে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ব্যাতিরেকেই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ২০১৪ সালের ৫ অক্টোবর সিন্ডিকেটের এক সভায় তাকে বরখাস্ত করা হয়। ২০১৫ সালের ৩০ জুন সিন্ডিকেটের একই সভায় যৌন হয়রানির অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের অধ্যাপক নূরুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল। বিভাগের এক ছাত্রীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়। পরে চলতি বছরের ২৩ মার্চ তাকে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়। এ সিদ্ধান্তের ফলে তিনি পেনশনের সোয়া কোটি টাকা খুইয়েছেন।

গত পাঁচ বছরের তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায়, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু মুসা আরিফ বিল্লাহের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে প্রকাশ্য যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠলে তাকে বাধ্যতামূলক শাস্তি প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। মনোবিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্রী বিভাগের শিক্ষক ড. কামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করে লিখিত আবেদন জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে। ২০০৯ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন মোল্যার বিরুদ্ধে এক ছাত্রী যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন। ২০১০ সালে ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আফজাল হোসেনের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে আন্দোলনে নামেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক সিনিয়র অধ্যাপকের বিরুদ্ধে একই বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. শওকত আরা তার সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ করেন। ২০১১ সালের প্রথমদিকে উর্দু বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ইস হাফীলের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করে লিখিত আবেদন করেন বিভাগেরই এক ছাত্রী। তার বিরুদ্ধেই একই বিভাগের আরেক ছাত্রীর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। ২০১১ সালের জুনে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক মুমিত আল রশিদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও নির্যাতনের অভিযোগ করে বিচার দাবি করেন এক ছাত্রী। একই বছর পরিসংখ্যান বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রী লাঞ্ছনার অভিযোগ ওঠে। পরে ছাত্রীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ওই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। ২০১১ সালের শেষের দিকে উর্দু বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. মাহমুদুল হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নুরুদ্দীন আলোর বিরুদ্ধে যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগে মামলা করা হয়। ২০১২ সালে যৌন হয়রানি ও পরীক্ষায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিসহ নানা অভিযোগ উঠেছে মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মাহমুদ হাসানের বিরুদ্ধে। বিভাগের ছাত্রী, ব্যাংক কর্মকর্তা ও বাইরের মেয়েদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক, মাসের পর মাস ছাত্রীদের নিয়ে বাসাতে থাকার অভিযোগ উঠেছে পরিসংখ্যান, প্রাণ পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খানের বিরুদ্ধে। ২০১০ সালে উর্দু বিভাগের প্রভাষক গোলাম মাওলার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে বিভাগের ছাত্রীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের।

২০১২ সালে যৌন কেলেংকারির অভিযোগ ওঠে আরবি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক এটিএম ফখরুদ্দীনের বিরুদ্ধে। পরে তাকে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করার দাবি ওঠে। ২০১২ সালের অক্টোবরে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক মাহমুদুর রহমানের (বাহলুল) বিরুদ্ধে বিভাগেরই এক ছাত্রী যৌন হয়রানির অভিযোগ করেন। ২০১৪ সালে একই অভিযোগ ওঠে সমাজকল্যাণ ইন্সটিটিউটের তৎকালীন পরিচালকের বিরুদ্ধেও। যৌন হয়রানির এসব ঘটনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চাপা পরে গেছে। তবে সম্প্রতি বেশ কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে প্রশাসন। যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিও কাজ করছে সক্রিয়ভাবে। তবে নতুন ঘটনাকেই তারা বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। পুরনো বিষয়গুলো অনেকটা এড়িয়ে যাচ্ছে কমিটি। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ— সিন্ডিকেটে যেসব ঘটনা এজেন্ডাভুক্ত হচ্ছে তার বেশিরভাগই অভিযুক্তের দলীয় পরিচয় বিবেচনায় হচ্ছে। সাজার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমন অভিযোগকে অমূলক বলা হচ্ছে।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটির প্রধান এবং প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, যেসব অভিযোগ সিন্ডিকেট আমার কাছে পাঠায় আমি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে কেনো দলীয় পরিচয় বিবেচনায় নেয়া হয় না। আমরা শিক্ষককে শিক্ষক হিসেবেই দেখতে চাই। তার অপরাধ অনুযায়ী সাজা প্রদান করা হয়। আর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ফলেই কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে একটা ভীতি তৈরি হয়েছে। যেসব ঘটনার বিচার প্রক্রিয়া এখনও ঝুলে আছে, সে বিষয়ে তিনি বলেন, একটি-দুটি শেষ করতে না করতেই আরেকটি অভিযোগ এসে যায়। আর আমি তো অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে এ কাজটি করি। সুতরাং পুরনো কোথায় কী হয়েছে, সেটার জন্য 'আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড'। এখন যারা অভিযোগ করেছিল তারা যদি আবারও বলে যে, আমাদের এটার কী হল, ওইটার কী হল, তাহলে 'ইটস অলরাইট'।